একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, স্থিরমূল্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১০.৯৮ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৮৮ শতাংশ। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৫৬৯ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৫.৮৮ লক্ষ যাত্রী এবং ৩০,৯৭০ টন কার্গো পরিবহণ করেছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫.৭৫ কোটিতে। ১২ মে ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসেবে স্থিরমূল্যে জিডিপিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১০.৯৮ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৮৮ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এর আওতায় বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৫৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৮ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬২ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪ টি সেতু এবং ১৪,৮১৪টি কালভার্ট রয়েছে। সওজ এর আওতায় বর্তমানে চালু ৪২টি ফেরীঘাট, ৯২টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী ও ১১৮টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হয়। বর্তমানে

৪১৭ কিলোমিটার ৪ লেন জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে ও ৯৫.২৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না পেলেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অব্যাহত রাখার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ –এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	মোট
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯*	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১৭৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে ১৭৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ১৭৫টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ ১৬,৪৭৩.৬২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ১৩,১২৪.৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩,৩৪৮.৬৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মোট আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.১২ শতাংশ।

পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তালিকাভুক্ত প্রকল্প গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে-

- জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক (এন-১০৫) প্রকল্প
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প
- হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ)
- উভয় পাশে ২ লেন বিশিষ্ট সার্ভিস লেন নির্মাণসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ (২২ কিলোমিটার)।

পিপিপি'র অধীন অন্যান্য প্রকল্পঃ

- উভয় পাশে সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- নবীনগর-মানিকগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- হাটিকামরুল-নাটোর-রাজশাহী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
- ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়কে সার্ভিস এরিয়া নির্মাণ প্রকল্প
- উভয় পাশে সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ঢাকা সার্কুলার রুটঃ ২য় অংশ মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ [আব্দুল্লাপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-ফতুল্লা-চাষাড়া-সাইনবোর্ড (৬৭ কিলোমিটার)]
- চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এক্সেস কন্ট্রোলড মহাসড়ক নির্মাণ (১৩৬ কিলোমিটার) প্রকল্প।

নতুন নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ গত ৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই আইনটি বিদ্যমান The Motor Vehicle Ordinance 1983 এর স্থলাভিষিক্ত আইন। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফেরী ও পল্টুন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য

ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান হাইওয়ে আইন-১৯২৫ এবং ফেরী আইন-১৮৮৫ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময়োচিত ও অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ অনুমোদিত হয়। বর্তমানে এর আওতায় বিধি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য আইনের মধ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রান্সজিট (BRT) আইন, ২০১৬ উল্লেখযোগ্য।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করতঃ ত্রুটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক এলাইনমেন্ট সরলীকরণের ফলে ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় মহাসড়কের চিহ্নিত দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৬৮.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি 'ইমপ্রুভমেন্ট অফ রোড সেফটি এট ব্ল্যাক স্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের ১২১টি Black Spot উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

- গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক যাত্রা স্থানে ওজন পরিমাপক সেতু স্থাপনের (Installation of weigh bridge) মাধ্যমে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৭৩২.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়।
- দুর্ঘটনার পরিমান সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১২৮টি নতুন স্পটসহ সাইন ও মার্কিং স্থাপনের জন্য ৬৩১.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রয়োজনীয় সাইন ও রোড মার্কিং স্থাপন এবং চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসহ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোর উন্নয়ন' প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে মহাসড়কের ৭৫২টি ইন্টারসেকশনে যথাযথ ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ৩.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি স্টাডি প্রকল্প চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে ডিজাইন অনুযায়ী ইন্টারসেকশনসমূহ উন্নয়নে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ১,১৭,৮৭৭ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুননির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১৩,৭৯,২৩৫ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুননির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ৪,৩৩৩টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৫,১৩৬ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ৩,২৭২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ২১০ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৯,২২০ টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০১০ -১১	২০১১ -১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*	২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন(কিঃমি)	৬৪৬৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/পুণনির্মাণ/ পুণর্বাসন(কিঃমি)	৬৯২০০	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৫৩০০	৪৬৬৩	১১৭৮৭৩
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১১৩৩১৬৬	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	২৪৪৫৫	২৮৫০০	২৯০০০	২৯৫০০	৯৯৩৩	১৩৭৯২৩৫

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০৭ টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,১৪,৪৬৬ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ২৫টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং পরিবেশবান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা, উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৮টি প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ] এর আওতায় ১,২১৮.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহণ সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বিআরটিএ ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে এসব কাজ করছে। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। বিআরটিএ পরিবহণ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণরোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- National Road Safety Action Plan,২০১৭-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৭০,৬৪৬ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩,২৫,১৫০ সেট রেট্রো রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ২,৪২,৪৪০ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩,৩৫,৯১৩ টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৯২,০৯৫ টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরি ও ১,৮১,৩৯৬টি বিতরণ করা হয়েছে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০০ টি ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিআরটিএ'র ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১,৮৩৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,১৬৫.৬৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৯-১০	৬৬০.০০	৬৪২.৫০	৯৭.৩৫
২০১০-১১	৮৭০.০০	৬৮৫.২৪	৭৮.৭৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৮	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৪	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৫৯	৯৫২.২৪	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০১	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৩	১৪৭০.১৮	৮৩.০০
২০১৭-১৮	১৮০৫.০০	১৫৮৯.৫৫	৮৮.০৬
২০১৮-১৯*	১৮৩৪.০০	১১৬৫.৬৫	৬৩.৫৫

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন পরিবহণ খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৪৩০টি বাস ও ১১৯টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২০টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৪টি বাস ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৬৮টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ঢাকায় মিরপুর-আজিমপুর রুটে ২টি ও শেওড়া-এমইএস (নেভাল হেড কোয়ার্টার) রুটে ১টি সহ মোট ৩টি স্কুল বাস নিয়মিত চলাচল করছে।

- বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা শহরে ১৫টি ও চট্টগ্রাম শহরে ২টি সহ মোট ১৭টি বাস ১৪টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।

- খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসের ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিআরিটিসি'র বাস ধুমপান মুক্ত করা হয়েছে।

- ঢাকা -কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা - আগরতলা -ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

- আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটের বাসে Rapid Pass (Rapid Ticketing Card) প্রবর্তন এবং নবীনগর-গাবতলী রুটের বাসে যাত্রী সেবায় মোবাইল অ্যাপ '**কতদূর**' চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাসের অবস্থান/গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। তাছাড়া বিআরটিসি'র সকল বাস/ট্রাকে Vehicle Tracking System চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

- Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় বিআরটিসি'র ৩৬,০০০ চালককে চার মাসের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

- ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (LoC)-এর আওতায় 'বিআরটিসি'র জন্য দ্বিতল, একতলা এসি ও নন-এসি বাস সংগ্রহ' এবং 'বিআরটিসি'র জন্য ট্রাক সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি দ্বিতল, ২০০টি একতলা এসি ও ১০০টি একতলা নন-এসি এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯*	১৬৪.৪৭	১৬৪.৭৫	-০.২৮

উৎসঃ বিআরটিসি। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি

পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ঃ ডিটিসিএ এর ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় বহু মাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

Strategic Transport Plan (STP): ২০০৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সংশোধিত STP মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে STP সংশোধন করা হয়।

Clearing House: SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে ২০১৪ থেকে শুরু হয়েছে। স্মার্ট কার্ডের নাম Rapid Pass নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্লিয়ারিং হাউজের জন্য Dutch Bangla Bank Limited এর সাথে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৫,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। ৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে Rapid Pass উদ্বোধন করেন। আবদুল্লাহপুর-মতিঝিল, গাবতলি-নবীনগর রুটে বিআরটিসি বাসে, হাতিরঝিল সার্কুলার রুটে HR Transport এর বাসে এবং উত্তরা-মতিঝিল ও গুলশান সার্কুলার রুটে ঢাকার চাকা- বাসে র‍্যাপিড পাস চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন টোল প্লাজায় Rapid Pass ব্যবহার করে টোল আদায়ের কার্যক্রম চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৭	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২		২০৩০	
এমআরটি লাইন-৪		২০৩০	পাতাল

উৎস: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6: উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণার্থে Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও পরবর্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বিশেষ উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা ৩য় পর্যায় হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ

২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংশোধিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

MRT Line-1 ও MRT Line-5 (Northern and Southern Route): ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: বিমানবন্দর রুট এবং পূর্বাচল রুট। ২০২৬ সালের মধ্যে এ উভয় রুট নির্মাণ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কাজ চলমান আছে। ২০২৭ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে ১৯.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৪ টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-5 (Northern) নির্মাণ প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট মেট্রোরেল MRT Line-5(Southern) নির্মাণের নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ৫ মে ২০১৮ তারিখ হতে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই-এর কাজ শুরু করা হয়েছে।

MRT Line-2 ও MRT Line-4: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT-2 G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০১৭ তারিখ জাপান ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করে। Feasibility Study সম্পন্ন হওয়ার পর MRT Line-2 এর মোট দৈর্ঘ্য, রুট এলাইনমেন্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড ও এলিভেটেড অংশ, ডিপোর অবস্থান এবং স্টেশন সংখ্যা ও অবস্থান চূড়ান্ত করা হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্রাকের নিচ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ Underground MRT বা পাতাল রেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। MRT Line-4 নির্মাণের জন্য Pre-Feasibility Study করার নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে ১৯৯৮ সালের জুন মাসে যমুনা নদীর উপর ৩,৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক পথের পাশাপাশি মিশ্রগেজ রেল লাইন স্থাপন করায় রাজধানী ঢাকার সাথে রাজশাহী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং খুলনার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্বল্প সময়ে ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সহজেই যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬	৩৯১.৯৭	৪০২.৪৩	১০২.৬৬
২০১৬-১৭	৪৫৬.৬৮	৪৮৪.৪২	১০৬.০৭
২০১৭-১৮	৫৩৯.৪৮	৫৪৩.৮০	১০০.৮০
২০১৮-১৯*	৫৬৬.৪৪	৩৭৬.০০	৬৬.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

বর্তমান সরকার কর্তৃক দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ এ অবকাঠামোর

বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৬৪.৫০ শতাংশ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ সমূহের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

মূল সেতু নির্মাণঃ মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৭৪ শতাংশ।

নদী শাসন কাজঃ নদী শাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ৫২ শতাংশ।

পুনর্বাসনঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৩৮.৯৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২,৬০৬টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮৬ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৭৭১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ কার্যক্রমঃ পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে ও সার্ভিস এরিয়ায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,৬৯,৯৫৭ টি গাছ লাগানো হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় একটি জাদুঘর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,৯০০ টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,৩১৩ টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ২৮৭ টি পাইল ক্যাপ, ৬৭ টি ক্রস বীম, ১৬৯ টি কলাম এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে ৬টি স্প্যানে আই গার্ডার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজীকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে ৮,৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে টানেলের ৭,৩৬৪টি সেগমেন্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ৩২ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সাল নাগাদ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫.৬০ শতাংশ।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠান এর সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে । এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গালবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের প্রাথমিক প্রকল্প সারপত্র অনুমোদিত হয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে মালয়েশিয়া সরকার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবিত এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি জাতীয় মহাসড়ক N5 (ঢাকা-আরিচা), N8 (ঢাকা-মাওয়া) এবং N1 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) এর সাথে সংযুক্ত হবে। এটি নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম-সিলেটসহ পূর্বাঞ্চলে সরাসরি চলাচল করতে পারবে। এর ফলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে সাবওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে। সমীক্ষার ভিত্তিতে যথাসময়ে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার 'রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর', 'লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর','কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর' সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১,৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রাথমিক প্রকল্প সারপত্র নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তাছাড়া পটুয়াখালী- আমতলী- বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল ও ভোলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর অর্থাৎ মোট ৫টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে।

খ.রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার মানোন্নয়নকে ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার, নতুন নতুন লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, পুরনো লোকোমোটিভ ও ওয়াগন পুনর্বাসন, রেললাইন সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন, রেলস্টেশন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, লেভেলক্রসিং গেইটসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, কম্পিউটার বেইজড সিগনালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (DEMU) সহ নতুন রেলসার্ভিস উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্জিত সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৩৩০.১৫ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৪৮.৫০ কি:মি: মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১,১৩৫.২৩ কি:মি: রেল লাইন পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৯১টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ১১৭টি স্টেশন বিল্ডিং

পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ২৯৫টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ, ৬৪৪টি রেল সেতু পুনর্বাসন/পুন:নির্মাণ, ৪৬টি (২০টি এমজি ও ২৬টি বিজি) লোকোমোটিভ এবং ২০ সেট ডিইএমইউ সংগ্রহ, ২৭০টি (১৭০টি বিজি ও ১০০টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৪৩০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন, ৯০টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, ৯টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন, ১২৭টি নতুন ট্রেন চালুকরণ, ৩৮টি চলমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিতকরণ।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি ও ৪০টি বিজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশ রেলওয়েতে যোগ হওয়ার পর এবং রেলওয়ের মহাপরিকল্পনা ২০১৬-২০৪৫ বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহণ মাধ্যমে পরিণত হবে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহণ কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০	৭৩০৪.৯৫	৭১০.০৬	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-১৭	১০০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮*	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১০	২৯১৮.০২

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক

গ. নৌযোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদীতীর ভূমির পুনঃদখল রোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ২৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে ১,৪০৫.৩০ কোটি টাকা এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪২০.৭৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৫০০.২৮ কোটি টাকা। সারণি ১১.৮ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০০৯-১০	১৮৫.৮৭	১৯১.০৫	-৫.১৮
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮	৬২৫.৩৫	৬৮৯.৩৩	-৬৩.৯৮
২০১৮-১৯*	৫০০.২৮	৫১৯.৬১	-১৯.৩৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৯-১০	৫.০৪	৩৪.৯২	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮	২১১.৮৯	১৩৪.৯৮	৩৪৬.৮৭
২০১৮-১৯*	১১০.২৪	১২৬.৭৬	২৩৭.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বিগত ৮ বছরে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ২৮টি ড্রেজার ও ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; ২টি নদী বন্দর (ঢাকা ও বরিশাল নদীবন্দর) আধুনিকায়ন; অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ১১৮টি নতুন পন্টুন স্থাপন (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত); উচ্ছেদকৃত নদী তীরভূমির পুনঃদখল রোধে ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ; মাঝারি ও বড় ধরনের (ডকিং) পন্টুন মেরামত শেষে মোট ৩১৫টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ১৭৭টি জলযানের মাধ্যমে নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে বিআইডব্লিউটিসি ৪২৩.১৩ কোটি টাকায় ১৯টি ফেরী, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহী (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি মধুমতি) জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজসহ মোট ৪১টি বাণিজ্যিক নৌযান এবং ১২টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন)সহ সর্বমোট ৫৩টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ১,৩১৯.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে **'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ'** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি রিভার ক্রুজার, ৩টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ৪টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ৬টি কে-টাইপ ফেরি, ৬টি ইউটিলিটি ফেরি, ২টি ট্যাংকার, ২টি ফায়ার-ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ, ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট নির্মাণসহ বিআইডব্লিউটিসি'র ডকইয়ার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হবে।

২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০: বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা**
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সমুদ্র পথে দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ। গার্মেন্টসসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি পন্টুন সমূহের সম্মুখভাগের নাব্যতা সংরক্ষণ, আউটার বার এলাকার নাব্যতা সংরক্ষণ,কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেলে যথাযথ নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর গড়ে ১০ লক্ষ ঘন মিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং করা হয়। ফলে দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ নিরাপদে আগমন ও প্রস্থান করতে পারে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দরের দক্ষতা পরিমাপের সূচক হচ্ছে বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনারের গড় অবস্থান কাল ছিল ১০.৮১ দিন, ২০১৮-১৯ (জুলাই ২০১৮-জানুয়ারি ২০১৯) অর্থবছরে তা হয়েছে ১০.৮৮ দিন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থান কাল ছিল জেটি বার্থে ২.৫৫ দিন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৮-জানুয়ারি ২০১৯) সালে তা ২.৮৬ দিন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ১২.৫৮ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৮.৮৮ শতাংশ , ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৮-জানুয়ারি ২০১৯) অর্থবছরে আমদানী-রপ্তানী বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গো ৭.৫০ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৫.৯৭ শতাংশ।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বিশ্বের আধুনিক বন্দরসমূহের সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে Shipping Sector এ চট্টগ্রাম বন্দর সুনাম ও খ্যাতি লাভে সক্ষমতা অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক শিপিং বিষয়ক সবচেয়ে পুরনো সংবাদ মাধ্যম Lloyd's List এর জরিপে বিশ্বের কন্টেইনার পোর্টের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ২০০৯ সালে ৯৮ তম এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে ৭১ তম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর বিগত ৮ বছরে ২৭ ধাপ এগিয়েছে।

সারণি ১১.১১ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি ২০১৯) অর্থ বছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৪৭.৬৪	১৪১৯.০৫	১২২৮.৫৯
২০১৮-১৯*	১৯৭২.৩২	৮৭৩.৯৬	১০৯৮.৩৬

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের গোড়াপত্তন হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দর বর্তমানে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭টি জেটি এবং ২২টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৩৫টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানজিট শেড, ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ৩টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজার টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে।

নিম্নে সারণি ১১.১২ এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯*	২১২.৬০	১১৪.৬৫	৯৭.৯৫

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-

মোংলা রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৪৫ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হলে বন্দরে নতুন নতুন পণ্য আমদানি-রপ্তানির দ্বার উন্মোচিত হবে এবং মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মোংলা বন্দরের বর্ধিত চাহিদা সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । উক্ত পরিকল্পনার আওতায় বর্তমানে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে ১৫.৬০ মিলিয়ন ঘনমিটার ড্রেজিং, ভিটিএমআইএস প্রবর্তণ, রুজভেল্ট জেটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ, ১টি টাগ বোট সংগ্রহ, ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ এবং মোংলা বন্দরের জন্য একটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে। সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্গারে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য VHF(Very High Frequency) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তার জন্য ISPS (International Ship and port Facility Security Code) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ১,০০০ কেভিএ এর ১ টি বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মেঃটঃ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাহাজ ভিড়ানোর জন্য ১ টি পন্টুন জেটি ও ২ টি ৫ টন ক্ষমতার বৈদ্যুতিক ক্রেন স্থাপন করা হয়েছে। আমদানীকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ১ লক্ষ বর্গ ফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৬-তে বহিঃনোঙ্গারে পণ্য খালাসের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পায়রা বন্দরে ৯ টি বিদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ আগমন করে এবং ১.৭২ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্য হ্যান্ডলিং করা হয়।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নতর করাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো ১১টি বন্দর স্থলবন্দর হিসেবে যুক্ত হয়ে বর্তমানে স্থলবন্দরের মোট সংখ্যা ২৩টি। যার মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও ও তামাবিল স্থলবন্দরসমূহ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দরসমূহ বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৫.৮২	১১.৯৬
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮৩.২০	৫৫.৩৬	২৭.৮৪
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯*	১১৯.৫৫	৮৫.৯৬	৩৩.৫৯

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

নৌপরিবহণ অধিদপ্তর

নৌপরিবহণ অধিদপ্তর দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দুর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশি জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আংটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি। ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪: নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৯-১০	৯.২৫	১১.৬৭	৪.৬৩
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৪৯	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯*	২৪.৩২	১৯.১২	১১.০৪

উৎসঃ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

দেশের নৌপরিবহণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ৪৫৫.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'এস্টাব্লিসমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম' এবং ৪.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ডেভেলপমেন্ট অব মেরিটাইম লেজিসলেশন অব বাংলাদেশ' নামক দুটি প্রকল্প নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া 'ন্যাশনাল শিপস এন্ড মেকানাইজড বোটস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' নামক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্র পথে চলাচলরত সকল প্রকার দেশি ও বিদেশি জাহাজের সার্বিক নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

আন্তর্জাতিক নৌপথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর হতে ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৩৮টি জাহাজের মালিকানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রির পর বর্তমানে বিএসসি'র বহরে ৭টি জাহাজ রয়েছে।

আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকার ও সাইজের বেশ কয়েকটি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি নতুন জাহাজ ২০১৯ এর মধ্যে বিএসসি'র বহরে যুক্ত হবে। এছাড়াও, দাতা দেশ/সংস্থার নিকট হতে ঋণ সহায়তায় ২টি নতুন কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার, ২টি নতুন মাদার ট্যাংকার, ১০টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার , ৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ, ২টি নতুন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহণ উপযোগী) ও ২টি নতুন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহণ উপযোগী) ক্রয়ের কার্যক্রমসহ ২টি এলএনজি ক্যারিয়ার অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৯.৪৪	১১৬.৯২	১২.৫২
২০১৮-১৯*	৭৭.৭৩	৬৪.০৩	১৩.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের 'আন্তর্জাতিক পেশাগত দক্ষতা মান' অনুযায়ী গত ৩ বছরে ৭,৮১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রীকে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (বিএমএস) অনার্স ডিগ্রীতে রূপান্তর করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ প্রবর্তিত হয়েছে। ফিমেল ক্যাডেটগণ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে নিয়োগ লাভ করেছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুয়ায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (IMO) STCW convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া, চাকরিরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের সকল নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষাকল্পে কার্যকর দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।
- বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি নদীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে,যার মাধ্যমে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নদী ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি করা হবে যা নদী সংশ্লিষ্ট গবেষণাসহ নদী রক্ষার সকল কার্যক্রমে নীতি নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যাবে।
- বড়াল নদীর উৎসমুখ রাজশাহীর চারঘাট পয়েন্টে পদ্মা নদী হতে পানি প্রবাহের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বড়াল নদীর ৪৬ কিঃমিঃ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- আদি বুড়িগঙ্গা নদীর দ্বিতীয় শাখা নদী (Second channel of the Buriganga) পুনরুদ্ধারের জন্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকার চারপাশের ৫টি নদীসহ (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও ধলেশ্বরী) বাংলাদেশের সকল নদীর সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে। কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি ষ্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০০৯-১০ অর্থবছরে থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০০৯-১০	৬৪২.০২	২৬৫.৩১	৪১৬.৮১	২২৫.২১
২০১০-১১	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৬২৩.৮৪	৩০.০৫
২০১১-১২	৭৩১.০৫	৩৭৮.৫৪	৮৩৮.৪৪	(১০৭.৩৯)
২০১২-১৩	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৬৪৪.৫৩	১৫০.৬৮
২০১৩-১৪	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৯৭৬.৮৬	১৭৩.৪৩
২০১৪-১৫	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	১২৭৭.২২	১৩৩.১০
২০১৫-১৬	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	১২৫৬.৭৬	২৪৭.৪১
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	(১০৬.৩৯)
২০১৮-১৯*	৯৪৮.৩৪	৪৪৪.৫০	৯৮১.৮৮	(৩৩.৫৪)

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপের ১টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। সারণি ১১.১৭ এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	-৪৬.০২
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৮১৬.৯৪	৪১০২.৫৬	-২৮৫.৬২
২০১৪-১৫	৪৭৭২.৭৯	৪৪৪৮.৬৫	৩২৪.১৪
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯*	৩১৭৫.১২	২৯৩৮.৩৩	২৩৬.৭৯

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। *ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

বিমানবহরে বর্তমানে ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর, ২টি ৭৮৭-৮০০ ইআর, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এবং ৩টি ড্যাশ-৮-কিউ-৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১৩টি উড়োজাহাজ রয়েছে। বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০টি উড়োজাহাজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিমান ও বোয়িং কোম্পানির মধ্যে ২০০৮ সালে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বিমান ইতোমধ্যে ৮টি উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেছে। অবশিষ্ট ২টি জুলাই/সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে বিমানের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণসহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক রুটে সার্ভিস পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বিমান ২০১৫ সালে ২টি এবং ২০১৮ সালে ১টি উড়োজাহাজ দীর্ঘমেয়াদী ড্রাইলীজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছে। চলতি সালে হজ্জ মৌসুমে সিডিউল ফ্লাইট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সুপরিসর ২টি উড়োজাহাজ ওয়েট লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৫.৮৮ লক্ষ যাত্রী এবং ৩০,৯৭০ টন কার্গো পরিবহণ করে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকারী মোট ১,২৭,২০৮ জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ৬,৪৮৭১ জন হজ্জযাত্রী পরিবহণ করেছে।

সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে আগস্ট ২০১৫ হতে SMS (Short Message Service) সুবিধা চালু করা হয়েছে। যাত্রীদের টিকেট ক্রয়ের সুবিধার্থে অন লাইন টিকেটের পাশাপাশি মোবাইল/ফোনের মাধ্যমে টিকেট বিক্রি চালু করা হয়েছে। টিকেটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বিকাশ/রকেটের মাধ্যমে বিল পেমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের' সি'-চেক সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের 'এ' চেক পর্যন্ত সকল ধরনের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য কিছু লাভজনক রুটে সাপ্তাহিক ফ্লাইট বৃদ্ধিসহ উপযুক্ত উড়োজাহাজ সংগ্রহ সাপেক্ষে ২০১৯ হতে নতুন গন্তব্য যথাঃ গুয়াংজু, কলম্বো এবং মালেতে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

কাজ করে যাচ্ছে। সংযোগবিহীন জনগণকে সংযুক্ত করার নিমিত্ত বিটিআরসি নতুন নতুন যে সকল প্রযুক্তি এবং নীতিমালার প্রয়োগ ঘটাচ্ছে, তা আমাদের সকলের অভীষ্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ দেশের মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটি। সর্বমোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ৯.১৪ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। গত ৯ বছরে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য ৯০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পাবার ফলে দ্রুত প্রসার ঘটছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের। ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৮- তে বাংলাদেশ 4G মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে। একইসাথে ১২ মে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে মহাকাশে উৎক্ষেপন করা হয়েছে। সারণি ১১.১৮ এ জানুয়ারি ২০১৯ নাগাদ দেশে ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা ও টেলিঘনত্ব এবং সারণি-১১.১৯ এ বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ১১.১৮: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৫.৭০	১৫.৭৫
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.১৩
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৯.১৩	৯.১৪
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	৩৮.০৫	৪৪.৬০	৬০.৯০	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৭.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। * জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৯: বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (মিলিয়ন)*
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৭৩.০৬
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩৩.৬৯
৩.	রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড (রবি)	৪৬.৯০
৪.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	৩.৮৮
	মোট	**১৫৭.৫৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন । * জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৬.২৮ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ছিল ৬.১৮ লক্ষ। এসময় ৬৪টি জেলায় ০.২৫ থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ছিল ১৬ হাজার এবং ২ থেকে ১০ এমবিপিএস পর্যন্ত জিপন ভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে ১,৫৩৫টি। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১,০০০টি ইউনিয়নে সরকারি সংযোগসহ ২ থেকে ১০০ এমবিপিএস বা তার বেশী গতির ডেডিকেটেড লিজড লাইনের গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ২,২৫৯। সাবমেরিন ক্যাবল এর ১২০ ও টেরেস্ট্রিয়াল ১০ সহ মোট ১৩০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ দিয়ে ডাটা ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে বিটিসিএল। ৬৪টি জেলায়, ৪৭১টি উপজেলায় ও ১,২১২টি ইউনিয়নে বিটিসিএল এর ২৩,৫০০ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলা ডোমেইন (.বাংলা) ও .bd ডোমেইন নিবন্ধিত হয়েছে যথাক্রমে ১,০৩৮টি ও ৪৮,৯৭৫টি।

বিটিসিএল এর উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পটি (২৯০ উপজেলা) ৬২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুন ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৮,৯০০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হয়েছে। এলটিই ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রকল্পে ৯৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে উচ্চগতির তারহীন নেটওয়ার্ক স্থাপিত হচ্ছে। এছাড়া টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়নের জন্য বিটিসিএল কর্তৃক দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.২০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২০: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪১	১৩৪৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২
২০১৭-১৮	১১৪৮	১২৬০	১৬৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE-4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৮০০ জিবিপিএস এরও বেশী। দেশের ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬৫ শতাংশ ব্যান্ডউইড্থ বিএসসিসিএল বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে, যার পরিমাণ প্রায় ৬৫০ জিবিপিএস।

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে-

- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য হ্রাসকরণ।
- SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের আপগ্রেডকরণ।
- দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত করণ।
- ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার বৃদ্ধি।
- ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে ব্যান্ডউইড্থ লীজ প্রদান।

২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু করার সময় হতেই বিএসসিসিএল একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১২ সালে আইটিসি চালু হওয়ার পর বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ব্যবহার হ্রাস পায় যার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আয় কমে যায়। পরবর্তীতে সরকারের সঠিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মূল্য হ্রাসসহ নানামূখী পদক্ষেপ নেয়ার ফলশ্রুতিতে দেশের মোট ব্যান্ডউইড্থ চাহিদার সিংহভাগ সরবরাহ করে বিএসসিসিএল রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণিঃ ১১.২১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.২১: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
রাজস্ব আয়	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	৯১.০৪
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৩০.৩৯
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	২২.৪৩	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	৭.৩৩	২৩.৬০

উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। * ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সেবা প্রদান করে আসছে।

ডাক বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জানুয়ারি পর্যন্ত আয় ১৯৩.০৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪৭৮.৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্র ও পার্শ্বেলের সংখ্যা ৫৫.৪৩ লক্ষ (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত), সঞ্চয় ব্যাংক জমা ৯,৮৭৬.১৯ কোটি টাকা (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত), ডাক টিকিট বিক্রয় ১৮.৩৩ কোটি টাকা, রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ২০.৯১ কোটি টাকা।

ডাক বিভাগের মধ্যমেয়াদি সংস্কার কর্ম পরিকল্পনা

- সকল পোস্ট অফিসকে আইসিটি ভিত্তিক পোস্ট অফিসে রূপান্তর
- পোস্ট অফিসের সকল কার্যাবলী'র অটোমেশন
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর প্রতিটিতে একটি করে এটিএম মেশিন ও পিওএস স্থাপন

- প্রতি পোস্ট অফিসে ই-বাণিজ্য ও এম-বাণিজ্য বুথ এবং লজিস্টিক মেইল ব্যবস্থা কেন্দ্র স্থাপন
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পোস্টাল সেবা প্রবর্তন
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল জীবন বীমা কার্যাবলী সম্প্রসারণ
- বিজনেস মেইল, অ্যাড মেইল, লজিস্টিক মেইল হাইব্রিড মেইল সেবা প্রবর্তন
- গ্রামীণ আইটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি
- গ্রামীণ অঞ্চলে পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপন এবং এর মাধ্যমে জনগণকে ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদান করা
- ই-কমার্স সেবার প্রবর্তন এবং
- পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী ভাতা প্রদান।

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ (আইসিটি)

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; জনগণের দোরগোঁড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা- এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকান্ড। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', ঢাকার কাওরান বাজারে 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' এবং নাটোরে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' উদ্বোধন করেন এবং গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই দুটি সফটওয়্যার পার্কে যথাক্রমে ৪৮টি ও ১৮টি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পূর্ণদ্যোমে চলছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি" স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতোমধ্যে ১৪ ধরণের প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণোদনাসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

- আইটি/আইটিইএস কোম্পানীসমূহের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ
- পার্ক ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ
- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ উপকরণের উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ
- প্রত্যেকটি হাই-টেক পার্ক ওয়্যার হাউজ স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হবে
- ইউটিলিটি সার্ভিসের উপর ভ্যাট মওকুফ
- পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ এবং
- বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের উপর পর্যায়ক্রমিক আয়কর মওকুফ সুবিধা।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)

- সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স চালু করণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস

হিসাবে ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই ৬টি সিএ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ই-টিআইএন, a2i এর ই-নথি, জন্ম নিবন্ধন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন Admit Card-এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হচ্ছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত একটি কর্মসূচির আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর ব্যবহার এবং সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ইন্টার অপারেটিবিলিটি গাইড লাইন, Auditing গাইডলাইন, Certification Practice Statement (CPS) গাইড লাইনস প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করা সম্ভব হয়েছে। সাইবার অপরাধ বিচারের লক্ষ্যে সাইবার ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যাট্রেজিক গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মামলা তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধী তাৎক্ষনিক ভাবে সনাক্তকরণের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।
- নারীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে গার্লস স্কুলে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ২৬,৫০০ জন ছাত্রী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে, জানতে পেরেছে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশল সমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) শক্তিশালীকরণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত প্রায় এক দশকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে চার স্তম্ভের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে অধিকাংশেরই বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব অগ্রগতির ধারা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাব-স্টেশনসহ ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ডাটা সেন্টার থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদে এ সেন্টারকে টেকসই করার জন্য business model প্রস্তুত করা হচ্ছে।
- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এ-বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-4) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ ও সেখানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ডাটা সেন্টারে টেস্ট অপারেশন চলছে। আগামি জুন ২০১৯ এর মাঝামাঝি সময়ে এ ডাটা সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করা যাবে;
- নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre (NOC) স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্কের কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮,৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭,২৮৮টি সরকারি অফিস এবং ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম NOC -এর মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। ১৭,২৮৮টি সরকারি দপ্তরে ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরী করা হয়েছে;

- ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১,০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদানের জন্য 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, ৩য় পর্যায় (ইনফো-সরকার)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১,৮০৬ টি ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আরও ৭৯৪টি ইউনিয়নের সংযোগ আগামী ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে;
- বিসিসি'তে সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর সাথে হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর কাজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে দেশে সফট্ ওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর মান নিশ্চিত করা সহজ হবে;
- বিসিসি'তে আইডিয়া প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিরও একটি সিস্টেম গড়ে উঠবে;
- 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো সহকারে ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।